দৈনিক ইত্তেফাক

JAN 2009

বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারী আর্থিক বৈষম্যের শিকার

সরকারি বিদ্যালয়সহ প্রজাতন্ত্রের সকল সরকারি কর্মকর্তা এবং কর্মচারীগণ নিম্নোক্ত হারে বাড়িভাড়া পেয়ে থাকেন— মূল স্কেল ২,৮০০ টাকা পর্যন্ত মূল বেসিকের ৫০%, ২৮০১ থেকে ৬০০০ পর্যন্ত ৪৫%, ৬০০১ থেকে ৯,০০০ পর্যন্ত ৪০% এবং ৯০০১ থেকে তদূর্ধ্ব পর্যন্ত ৩৫% টাকা। অবশ্য মেট্রোপলিটন ও পৌর এলাকায় এ হার আরো বেশি। কিন্তু বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীগণ বাড়িভাড়া পান মাত্র ১০০ টাকা। বর্তমানে ১০০ টাকায় বাড়ি কেন, কোনো ঘরের বারান্দাও মিলবে না। এ বাড়িভাড়া অবিলম্বে বাড়ানো প্রয়োজন।

প্রজাতন্ত্রের সকল সরকারি চাকরিজীবী চিকিৎসাভাতা পান ৫,০০ টাকা। পক্ষান্তরে বেসরকারি স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসার শিক্ষক-কর্মচারীগণ মাত্র ১৫০ টাকা পেয়ে থাকেন। আবার সরকারিতে উৎসবভাতা মূল স্কেলের ১০০%, অন্যদিকে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণ মূল স্কেলের ২৫% এবং কর্মচারীগণ ৫০% উৎসবভাতা পেয়ে থাকেন। আবার সরকারি চাকরিজীবীগণ উৎসবভাতা ও চিকিৎসাভাতা বাদে টিফিনভাতা, ধোলাইভাতা, ডোমেস্টিক এইড অ্যালাউন্স, যাতায়াতভাতা, আপ্যায়নভাতা, বদলিজনিত মালামাল পরিবহণ ও ব্যয় পেয়ে থাকেন। অনুরূপ বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের পর্যায়ক্রমে ঐ ভাতা প্রদান করা উচিত।

সরকারি সকল নন গেজেটেড কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ ৮, ১২, ১৫ বছরে পর্যায়ক্রমে ৩টি টাইম স্কেল এবং প্রতি বছর একটি বাৎসরিক প্রবৃদ্ধি (ইনক্রিমেন্ট) পেয়ে থাকেন। অথচ বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীগণ সমগ্র চাকরিজীবনে ৮ বছর পর মাত্র একটি টাইম স্কেল এবং ৯১ সালের পে-স্কেল অনুযায়ী নির্ধারিত একটি বাৎসরিক প্রবৃদ্ধি পান। বাৎসরিক প্রবৃদ্ধি না থাকার কারণে নব নিযুক্ত এবং অভিজ্ঞ শিক্ষক সকলেই একই বেতনভাতা পাচ্ছেন।

সরকারি সকল চাকরিজীবীর অভিজ্ঞতা ও মেধার ভিত্তিতে পদোন্নতি হয়ে থাকে এবং তাঁদের চাকরি বদলিযোগ্য। অন্যদিকে বেসরকারিতে এ ধরনের কোনো বিধান নেই। শিক্ষক-কর্মচারীদের অভিজ্ঞতা, যোগ্যতা ও মেধার সমন্বয়ে বিভাগীয়ভাবে পদোন্নতির ব্যবস্থা গ্রহণ এবং চাকরি বদলিযোগ্য করা প্রয়োজন। পরীক্ষামূলকভাবে বিশেষ করে প্রধানশিক্ষক, সহকারি প্রধানশিক্ষক এবং অফিস সহকারীকে বদলি করলে বিদ্যালয় প্রশাসন গতিশীলতা ফিরে পেতো বলে মনে করি।

প্রজাতন্ত্রের সকল অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের চাকরি ১০ বছরের বেশি, কিন্তু ১৫ বছরের কম হলে সর্বশেষ মূল স্কেলের প্রতি টাকার জন্য ২৩০ টাকা, ১৫ কিন্তু ২০ বছরের কম এক্ষেত্রে প্রতি টাকায় ২১৫ টাকা এবং চাকরি ২০ বছর বা তদূর্ধ্ব হলে প্রতি টাকায় ২০০ টাকা হারে গ্র্যাচুইটি পান। আবার সর্বশেষ মূল বেতনের ৮০% হারে প্রতি মাসে পেনশন এবং ৫০০ টাকা চিকিৎসাভাতা পেয়ে থাকেন। তারপর কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ ইচ্ছে করলে সম্পূর্ণ গ্রস পেনশন একসঙ্গে সমর্পণ করতে পারেন। তবে এক্ষেত্রে অবশিষ্ট ৫০%-এর জন্য অর্ধেক হারে অর্থাৎ এক টাকায় ১০০ টাকা হারে আনুতোষিক প্রাপ্য হবেন এবং আজীবন মেডিক্যালভাতা পাবেন। কিন্তু বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীগণ সরকারি সম পরিমাণ গ্র্যাচুইটি এবং পেনশন পান না। সম্প্রতি বেসরকারি স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসার শিক্ষক-কর্মচারীগণ অবসরভাতা পাচ্ছেন। তবে চাকরি ১০ বছরের কম হলে কোনো অবসরভাতার আওতায় আসবে না। ১ জানুয়ারি ১৯৮০ থেকে চাকরি গণনা করা হবে। বর্তমানে নিম্নোক্ত হারে সরকারি তহবিল থেকে শিক্ষক-কর্মচারীগণ অবসরভাতা (গ্র্যাচুইটি) হিসাবে এককালীন আর্থিক সুবিধা প্রাপ্য হচ্ছেন। চাকরি ১০ বছর বা তদূর্ধ্ব, কিন্তু ১১ বছরের কম হলে ১০ মাসের সর্বশেষ মূল স্কেলের সমপরিমাণ টাকা, চাকরির অভিজ্ঞতা ১১ বছর হলে ১৩ মাসের, ১২ বছরে ১৬ মাস, ১৩ বছরে ১৯ মাস, ১৪ বছরে ২২ মাস, ১৫ বছরে ২৫ মাস, ১৬ বছরে ২৯ মাস, ১৭ বছরে ৩৩ মাস, ১৮ বছরে ৩৭ মাস, ১৯ বছরে ৪২ মাস, ২০ বছরে ৪৭ মাস, ২১ বছরে ৫২ মাস, ২২ বছরে ৫৭ মাস, ২৩ বছরে ৬৩ মাস, ২৪ বছরে ৬৯ মাস, ২৫ বছর বা তদূর্ধ্ব চাকরির জন্য ৭৫ মাসের সর্বশেষ মূল স্কেলের সম পরিমাণ টাকা অবসরভাতা পাবেন বলে প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ আছে। তবে ২০০৯ সালে অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক-কর্মচারীগণ চাকরির বয়স ২৫ বছর বা তদূর্ধ্ব হলেও প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত আছে, ৭৫ মাসের স্থলে ৫৪ মাসের সমপরিমাণ টাকা পাবেন। জানামতে, ২০০৫ সালে অবসর গ্রহণকারী শিক্ষক-কর্মচারীগণ ৫০ মাসের এবং তার পরবর্তী প্রতি বছরের জন্য এক মাস হিসাবে অবসরভাতা পাচ্ছেন। অবসরভাতার পাশাপাশি পর্যায়ক্রমে যৎসামান্য হারে পেনশন চালু করলে শিক্ষকসমাজ উপকৃত হতো।

ভূপাল চন্দ্র প্রামাণিক (নীতিশ),
প্রধানশিক্ষক (চলতি দায়িত্ব), কুমিড়া পতিতপুকুর হাইস্কুল, নন্দীগ্রাম, বগুড়া